দৈনিক বাংলা

তারিখ 31 DEC 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

পরীক্ষাকেন্দ্র ও পরীক্ষা বাতিল

শেষ পর্যন্ত অনিবার্য প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। প্রশ্নটি সম্প্রতি কালে বাতিলকৃত কিছু কিছু পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের অভিভাবকেরা প্রশ্ন তুলেছেন একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীই কি দুর্নীতিপরায়ণ। সকলে দুর্নীতিপরায়ণ না হলে একের দোষে অন্যে শাস্তি পাবে কেন।

সম্প্রতি ডিগ্রী পরীক্ষাকালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নাজেহাল হন। অপর একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে মনে করার কারণ ঘটে যে স্থানীয় নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তারা পরীক্ষা কেন্দ্রটি নকলবাজদের তত্ত্বাবধানে দিয়ে অলক্ষ্যে চলে গেছেন।

এ পটভূমিতে অভিভাবকদের প্রশ্ন হচ্ছে পরীক্ষা কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থী অসাধু না হলে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হওয়ার সাথে পরীক্ষা বাতিল হবে কেন। পরীক্ষায় অসদুপায় গ্রহণের প্রশ্নে সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উত্তর-পত্র নিরীক্ষকদের দেয়া যেত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা কেন্দ্রের সাথে গৃহীত পরীক্ষা বাতিল করে অনেক সৎ মেধাবী বিশেষ করে গরীব ছাত্রছাত্রীদের বিপাকে ফেলেছেন। আজকের বাজারে গরীব ঘরের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে উচ্চ-বিদ্যালয়ের গন্ডী পার হয়ে মহাবিদ্যালয়ে পৌঁছান কষ্টকর। সারা বছরের বেতন যোগাতে খাতাপত্র কিনতে বা পরীক্ষার পূর্বে ফি দিতে গিয়ে অনেক পরিবারকে জমি বিক্রি করতে হয়। এ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একটি বছর বা একটি পরীক্ষা নষ্ট হওয়া অনেক ক্ষেত্রে পড়াশুনার পাট চিরতরে চুকিয়ে দেয়ার সামিল। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা কেন্দ্রের সাথে পরীক্ষা বাতিল করে সকলকে এ অঙ্গনে ঠেলে দিয়েছেন।

এখন এ সমস্যার সমাধান কোথায়। শিক্ষা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মহল পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন উত্তরপত্র নিরীক্ষণ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করছেন। কিছু কিছু দীর্ঘ মেয়াদী পদক্ষেপ এ সম্পর্কে নেয়া হবে বলে শোনা যাচ্ছে। তবু প্রশ্ন হচ্ছে এই অন্তর্বর্তীকালীন সমস্যার সমাধান হবে কি করে। পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষা কেন্দ্র এবং গৃহীত পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় যে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান সম্পর্কেও কর্তৃপক্ষকে নিশ্চয়ই ভাবতে হবে। কারণ যুক্তির দিক থেকে সকলের পরীক্ষা বাতিল সম্পর্কে অভিভাবকদের বক্তব্য উড়িয়ে দেয়া যাবে না। এ নিয়ে কেউ আদালতের শরণাপন্ন হলে ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তাই আমাদের আবেদন সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে **বিচার-বিবেচনা করা** হোক। সকল দিকেই যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণই এ মুহূর্তে বাঞ্ছনীয়।